ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে অর্থ সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য সেবা দেবে। যেমন কৃষি সম্প্রসারণ সেবা। বর্তমানে এটার বিলুপ্তি ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে যা বাইরে খাবার কেনার কাজে ব্যবহার করা যেত।

মাদার জোনস: বর্তমানে আমেরিকার খাদ্য সহায়তা নীতিতে কি কি বড় সমস্যা রয়েছে?

সোফিয়া মারফি: ব্যবস্থাপনা খুবই অদক্ষ। ২ ডলার ব্যয় করলে একজন ভোক্তা ১ ডলারের সমমূল্যের খাদ্য পায়। অর্থের একটা বড় অংশ শস্য কেনার জন্য ব্যয় করা হয় এবং এগুলো বাইরে পাঠানো হয়। এমনকি সস্তা শস্যগ্রহীতা দেশগুলোতে পাঠানো হয় যেগুলো খুবই ব্যয় বহুল, খাদ্য সহায়তা বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। বুশ প্রশাসন এই সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস তা অনুমোদন করছে না।

মাদার জোনস: রিপোর্টে আপনি কি ধরণের সংস্কারের কথা বলেছেন?

সোফিয়া মারফি: বেশ। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হতে পারে আর্থিক সাহায্য। সচরাচর প্রয়োজন ছাড়া যে শস্য আমেরিকার দাতা সংস্থাগুলো থেকে আসত এই খাদ্য স্থানীয় পর্যায় থেকে কেনা সম্ভব হলে তা চেষ্টা করা উচিত, যা অধিক কার্যকরী। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত খাদ্য সহায়তার নামে খাদ্য বিক্রি এবং খাদ্য সহায়তা বিক্রির অনুমতি বন্ধ করা। সংস্কারের প্রধান কারণ খুব জটিল, এখানে কোন শক্ত রাজনৈতিক আদর্শ নেই যা খাদ্য সাহায্য বিক্রির পরিবর্তে অর্থভিত্তিক সাহায্য ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অনেক সংগঠন খাদ্য সহায়তা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে চায়। তারা যেকোনো সাহায্য পেতে ইচ্ছুক। খাদ্য সাহায্যের নামে যা হচ্ছে সে বিষয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আসলে এই পদ্ধতিটাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ রয়েছে। সংস্কারের ঝুঁকি সম্পর্কে আমি জানি যেহেতু এ বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছি। আমি মনে করি না এটি কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ।

মাদার জোনস: বর্তমানে খাদ্য সহায়তা পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণভাবে কারা লাভবান হচ্ছে?

সোফিয়া মারফি: বহুজাতিক ? কোম্পানি 'কারগিল' বিপুল পরিমাণে লাভবান হচ্ছে। কারগিলই একমাত্র কৃষি কোম্পানি যারা এইসব খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। চাহিদা অনুসারে এবং বিশেষ অনুরোধে এইসব খাদ্য অবশ্যই নির্দিষ্ট দিনে পোর্ট ছাড়ার মতো অবস্থায় থাকতে হবে। সরকার বাজারের দামের চেয়েও বেশি দামে তাদের নিকট থেকে খাদ্য কিনে থাকে। এছাড়া আরো একটি চাহিদা রয়েছে যে দেশের খাদ্য সহায়তার শতকরা ৭৫ ভাগ অবশ্যই আমেরিকার পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পাঠাতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমেরিকান জাহাজশিল্প গত কয়েক বছরে খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

মাদার জোনস: কৃষকদের অবস্থাটা কি? প্রায়ই বলা হচ্ছে যে, তাদের সাহায্যের প্রয়োজন।

সোফিয়া মারফি: কৃষকেরা যদি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে ভোট দেয় তাহলে তাদেরকে কৃষি লবিং-এ লাইন আপ করা হয়। কিন্তু অর্থ কৃষকের হাতে থাকছে না। এটা যাচ্ছে কৃষিজাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে। খাদ্য সহায়তার জন্য কেনা খাদ্যে পুরো কৃষির আউটপুটের শতকরা হার এতই কম যে তারা মূল্যের পার্থক্যের মূল্যায়ন করতে পারে না। বর্তমানে খুবই অল্প পরিমাণে শস্য বাইরে পাঠানোর জন্য উৎপাদন করছে বিভিন্ন প্রকারের ডাল। এবং যেসব কৃষক এসব উৎপাদন করছে তারা সমস্যায় পড়বে যদি উৎসের চাহিদা তুলে নেয়া হয়। অবশ্যই আমেরিকা খাদ্য সাহায্য অনেক বেশি পরিমাণে দিয়ে থাকে, তবে পুরো আমেরিকার বাজারের সাথে তুলনা করা হলে তার পরিমাণ খুবই সামান্য। এটা ততদিন পর্যন্ত সামান্য পরিমাণে থাকবে যদি খাদ্য সাহায্য দেশের নিকটবর্তী কোন অভাবী এলাকায় নেয়া হয়। কিন্তু এটা সঙ্গত কারণেই বেশি পরিমাণে হতে হবে। এটা কৃষি ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তায় সাহায্য করবে। এখন যে পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, আদৌ সেটা ঘটবে না।

সূত্র : Towards a Better Food Aid System : An interview with Sophia Murphy by Clint Hendler, August 2005, www.motherjones.com

বাংলাদেশের কতিপয় বীজ কোম্পানির নাম

- এ. আর. মলিক কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড (১৯৭২)
- এসিআই লিমিটেড (১৯৯৩)
- এডাপটিভ রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট (১৯৯৭)
- এগ্রিবিজনেস কর্পোরেশন (এবিসি) (১৯৯৮)
- আলমগীর সীড হাউস (১৯৯৮)
- এলাইড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ (১৯৯৬)
- বাংলাদেশ এগরিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি)
- বাংলাদেশ সীড গ্রোয়ার, ডিলারস্ এ্যান্ড মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (১৯৯৯)
- বু-মুন ইন্টারন্যাশনাল (১৯৭৭)
- ব্র্যাক (১৯৯৮)
- সেন্টার ফর এগ্রো-টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট (১৯৯৮)
- কেনস্ ক্রপ সাইন্স বাংলাদেশ লিমিটেড (১৯৯৭)
- ঢাকা সীড স্টোরস (১৯৫০)
- দিনাজপুর বীজ ভান্ডার (১৯৭৯)
- ইষ্ট ওয়েষ্ট সীড (বাংলাদেশ) লিমিটেড (১৯৯৫)
- ফেনী বীজ ভান্ডার (১৯৭৭)
- গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (১৯৯১০
- কামাল সীড কোম্পানি (২০০১)
- কাশেম বীজ ভান্ডার (১৯৭৫)
- কুষ্টিয়া সীড স্টোর (১৯৮৫)
- এম. এ. মনি এগ্রো সীড ফার্ম (১৯৭৪)
- ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২)
- মির্জা ফার্ম (১৯৭৫)
- মিঠু ট্রেডার্স (১৯৮৯)
- নাদিম এগ্রো সীড প্যান্ট (২০০২)
- নাদিম সীড কোম্পানি (১৯৯৭)
- নামধারী মালিক সীড প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৯৯)
- নিউ রাজধানী বীজ ঘর (১৯৯২)
- পাশাপাশি সীড কোম্পানি (১৯৭৩)
- শহীদ বীজ ভান্ডার
- সিদ্দিক'স সীডস (১৯৯৫)
- সোনালী বীজ ভান্ডার (১৯৭২)
- সোনালী বীজ ভান্ডার (১৯৮৩)
- সোপান সীড'স (১৯৯৭)
- সুপ্রিম সীড কোম্পানি
- সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড (১৯৭৮)
- দি সোসাইটি নার্সারী (১৯৫০)
- তিনপাতা কোয়ালিটি সীড'স বাংলাদেশ লিমিটেড (১৯৯৯)
- ইউনাইটেড সীড স্টোরস (১৯৭২)

কৃষিতে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার

উন্নয়নশীল দেশ	হার
নেপাল	৫.৩%
বুরকিনা ফাসো	৯২%
রুয়ান্ডা	৯০%
তানজানিয়া	৮০%
চীন	৭০%
নাইজার	৮৮%
ভারত	৬০%
বাংলাদেশ	৬০%
পাকিস্তান	৫৩%
উন্নত দেশ	
জাপান	৫.৩%
অষ্ট্রেলিয়া	৪.৮%
আমেরিকা	২.৭%
গ্রেট বৃটেন	১.৭%